দৈনিক সংবাদ

৩/৭/২০০২

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কলেজে ভর্তির নতুন নীতিমালা চলতি বছর থেকেই

কৈলাস সরকার ॥ কলেজে ভর্তির জন্য এবছর থেকেই এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির জন্য ২০০৩ সাল থেকে নতুন পদ্ধতি আসছে। তবে এসএসসি পরীক্ষার ফল ইতোমধ্যে প্রকাশিত হলেও নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে এ যাবৎ কোন নীতিমালা হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রছাত্রীদের কেউই জানে না কোন পদ্ধতিতে ভর্তি করা হবে। প্রায় ২ লাখ ২৭ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং কলেজগুলো সরকারি সিদ্ধান্তের জন্য বসে আছে। আর বুয়েট, মেডিক্যালসহ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোন্ পদ্ধতিতে ভর্তি করা হবে তা এখনো চিন্তাতেই নেই।

নতুন প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসির ফল প্রকাশিত হওয়ার পর এ বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং সরকারি পর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করলে ওরা সবাই বলেছেন, নতুন পদ্ধতি নিয়ে ভাবা দরকার ছিল অনেক আগেই। তবে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। আরো কিছুদিন সময় লাগবে। এজন্য ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। তবে এর মধ্যে প্রথম সারির অনেক কলেজ নিজেরাই একটা নীতিমালা ঘোষণা করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় কলেজে ভর্তির জন্য পুরনো পদ্ধতি এখন বাতিল হয়ে গেছে। এজন্য নতুন পদ্ধতি অনিবার্য হয়ে পড়েছে; কিন্তু গত ৫ই জুলাই ফল প্রকাশিত হলেও এ যাবৎ কোন নতুন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এমনকি কলেজগুলো সিদ্ধান্তহীনতায় রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তারা এ যাবত সরকারি কোন নির্দেশ বা নীতিমালা পাননি। শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা বলেছেন, এ নীতিমালা ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

নীতিমালা ঃ কলেজে ভর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্তগুলো অনেক আগেই নেয়া উচিত ছিল। আগে থেকেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত হলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তায় পড়তে হতো না। তারা আশংকা করছেন, এবারের ভর্তি নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হবে। আর এর একমাত্র কারণ সবকিছু করা হচ্ছে তড়িঘড়ি করে।

প্রসঙ্গত নতুন পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ করায় ছাত্রছাত্রীরা কেউ কোন ডিভিশন বা নম্বর পায়নি। ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে বিভাগের পরিবর্তে জিপিএ পদ্ধতিতে। আগামী ২০০৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষাতেও একই পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশিত হবে।

এদিকে পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী এসএসসি পাস করার পর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হতো কলেজের মান ও শর্ত অনুযায়ী। নম্বরের ভিত্তিতেও ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হতো। আবার ভর্তি পরীক্ষার পর এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে গড় করে স্কোর অনুযায়ীও ভর্তি করা হতো। এবছর থেকে নতুন পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর ভর্তি প্রক্রিয়াও সঙ্গত কারণে নতুন পদ্ধতিতে করতে হবে; কিন্তু কি সেই নতুন পদ্ধতি সে বিষয়টি এখনো সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় রয়েছে।

একইভাবে বুয়েট, মেডিক্যাল, এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির জন্য যে পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল তা পরিবর্তন করা হচ্ছে। আগামী ২০০৩ সাল থেকে এই নতুন পদ্ধতি চালু করা হবে। তবে এই নতুন পদ্ধতিটা কি হবে তা এখনো ভাবা হয়নি। বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য এসএসসি এবং এইচএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের গুরুত্ব রয়েছে। আবার ভর্তি পরীক্ষার সময়ে কয়েকটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরেরও গুরুত্ব দেয়া হয়; কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে এই বিষয়গুলোর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। ফলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য মাপকাঠির পরিবর্তন হলেও নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায়নি।

একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এসএসসি এবং এইচএসসিতে প্রাপ্ত নম্বর এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। এসএসসি এবং এইচএসসির উভয় ক্ষেত্রেই নম্বর প্রথা উঠে গেলে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অনিবার্যভাবে নতুন পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে। তবে এই নতুন পদ্ধতিটি কি হবে তা এখনো ভাবা করা হয়নি।

এবছর ৭টি শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় সারাদেশে এসএসসি এবং সমপর্যায়ের পরীক্ষায় মোট ২ লাখ ৭৬ হাজার ৯শ ৫ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। এ ছাত্রছাত্রীর সবাই-ই কলেজ বা উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির অপেক্ষায় রয়েছে। আবার ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হলে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। এজন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতিও প্রয়োজন; কিন্তু তারা কি পদ্ধতিতে প্রস্তুতি নেবে তা জানা নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন নীতিমালা বা পদ্ধতি ঘোষণা না দেয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেরাই নীতিমালা বা পদ্ধতি ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির [illegible]

নটর ডেম কলেজ কর্তৃপক্ষ অনেক আগেই নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী ভর্তির নীতিমালা ঘোষণা দিয়েছেন। তারা ন্যূনতম ৩ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট পর্যন্ত ছাত্রদের ভর্তি করবে। আবেদনকারীদের মধ্যে পরীক্ষা প্রতিযোগিতার পর ভর্তি করা হবে বলে জানা গেছে। তবে এ ব্যাপারে কলেজের তথ্য বিভাগের কর্মকর্তা বার্নার্ড জানিয়েছেন, ভর্তি বিষয়ে নতুন কোন নীতিমালা সম্পর্কে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী জানান, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ফল প্রকাশ পদ্ধতি পরিবর্তিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পদ্ধতিও পরিবর্তন করা হবে। তবে এখনো এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। আরো দুই বছর সময় আছে। তখন দেখা যাবে কি করতে হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) রেজিস্ট্রার মো. শাহজাহানও একই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি সামনে আসলে তখন বিবেচনা করা হবে। তবে ভর্তি পদ্ধতি অবশ্যই পরিবর্তনযোগ্য- একথা তারা উভয়েই অনুভব করেছেন বলে